খনার বচন

গৃহলক্ষ্মী

নারীর আচরণ

লেখক—শ্রীকানাই লাল বিশ্বাস

প্রকাশক—শ্রীগৌর চন্দ্র রায়

দমদম, কলিকাতা ৩০

মূল্য ১৫ পয়সা

কবিতা আরম্ভ

কর্ম্ম দোষে দুষী হইয়া ভগবানকে দুষী বানায়
চিন্তা করে দেখ মানুষ কেন গরীব হয়
সর্বজীবের আহার ভগবান দিচ্ছে দুনিয়ায়
বৃক্ষ মাঝে থাকে পোকা সেওতো খেতে পায়
দিবানিশি খেটে মানুষ তবু উপবাসী
গাধার ন্যায় খাটে মানুষ কাজের বেলায় দুষী
সত্যি মিথ্যা বলি আমি শাস্ত্রে আছে দুনিয়ায়
মন দিয়া শোনেন কবিতা হিন্দু মুসলমান
মুসলমানের শাস্ত্র কোরাণ হিন্দুর বেদ পুরান
মানিলে হয় পাহাড় তুল্য না মানিলে ভূষি
পাপ পুণ্য দুটি রাস্তা যার যাহা খুশী
সকলের সমান ভগবান ছোট বড় কার নয়
সমান অধিকার ভগবান দিচ্ছেন সকলের
তবু কেন গরীব আমীর দেখি দুনিয়ায়
অপরিস্কাব অপবিত্র মানুষের ঘর
পরিস্কার পবিত্র হলে লক্ষীরও বাসর
বেদের কথা হিন্দু শাস্ত্রে শিরোধার্য্য মেনে লয়
লক্ষী ও অলক্ষীর বিচার যে সংসারে নাই
দিনে দিনে সে সংসারে নদীর ভাঙ্গন হয়
মানুষ মাত্রেই আচার বিচার এই প্রকার
হিন্দু মুসলিম বলে ইহার নাই অন্য প্রকার
নাম ধর্ম্ম জাতির বিচার কাজের বেলায় ভিন্ন নয়
সত্তর প্রকার মানুষ গরীব হইয়া যায়
বেদ পুরাণ হাদিস কোরাণ বারে বারে কয়
সময় চিনে কর কাজ তার কৃপা পাবে
অসময় করিলে কার্য্য মিছে ফল হবে
শাস্ত্র মতে বলি আমি স্মরণ রেখ ভাই সবায়
ভোর সন্ধ্যায় আর বেলা ঠিক সময়ে
দিনেতে এই তিন প্রহর রাত্রে ও এশারে

কাজ কর্ম্ম না করিও চার প্রহরীর কালে
ঝগড়া বিবাদ ছেড়ে থাক পাক পবিত্র হালে
ঐ সময়ে যেন ফেরেস্তা ভ্রমন করে দুনিয়ার
ঐ সময়ে যদি কেহ ঝগড়া বিবাদ করে
সারাদিন নালিশ করে প্রভুর দরবারে
ঐখানে যাইয়া প্রভুর শান্তি মোদের নাই
কবুলও করিয়া গজব দেয় পাঠাইয়া
নানারকম ভাবে অভাব ঐ কারণে দেখা যায়
স্বামী স্ত্রী হাসি খুশী থাকে যে সময়
ভগবান তাতে খুশী আর খুশী ফেরেস্তায়
ঐ সংসারে রহমত খোদা দেন পাঠাইয়া
এশার ওয়াক্তে দেয় খোদা ফেরেস্তা পৌছাইয়া
ঐ সময় ঘর দরজা পবিত্র থাকা চাই
ঘরের বেড়ায় থুথু কিংবা চুণ না মুছিও
ঘরের চতুস্পার্শে:কভু কুৎসিত না রাখিও
সন্ধ্যার কালে ঝারু দিয়া সুগন্ধি করিবে
হিন্দু শাস্ত্রে বলে তবে লক্ষীর আচার হবে
মুসলমানের শাস্ত্রে বলে ফেরেস্তারা খুশী হয়
সন্ধ্যার পরে যদি নারী ঘরে ঝারু দেয়
ঝারু খেয়ে সেই ঘরের লক্ষী চলে যায়
ফেরেস্তারা আসে খোদার রহমত নিয়া
কুৎসিত দেখে দূরে থাকে দাঁড়াইয়া
চার পরবীর কথা ভাইরে রাখিও স্মরণ করে
এ সময় যদি কেহ গালি দেয় শিশুরে
খোদার দরবারে তাহা কবুল হইয়া যায়
পিতামাতার আগে শিশু মৃত্যুমুখী হয়
পাষানে আছাড় খেয়ে কাঁদলে কিবা হয়
খাদ্য খাওয়া ফল দেওয়া কিংবা জল পান
নম্রতা ও বসিয়া খাইলে হয় তাহার সমান

যেখানে সেখানে খেলে অপমান হয়
খাদ্যের কৃপা ভগবান উঠাইয়া নেয়
যাত্রাকালে বাধা কিন্তু মেনে চলতে হয়
মস্তকে বাঁধা কার্য্য সিদ্ধি শাস্ত্রের বচনে কয়
জন্মবারে কর্ম্ম করা উচিত কিন্তু নয়
লক্ষীবারে চুল কাটা মানের হানি হয়
নারীর আচরণ রাখবেন স্মরণ পণ্ডিতমশাই বলে
সংসারেতে দুঃখ কষ্ট মানুষের কেন ঘটে
অহঙ্কার গৌরবের হয় পতনের মূল
কোরাণ ও হাদিসে বলে আল্লার রসুল
কত শত বংশে দেখি বাতী দিবার নাই
বাবার ছিল বাহাদুরী ছেলে ভিক্ষা চায়
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে
আবার সংসার ধ্বংস হয় রমণীর কারণে
সংসারের কার্য্য পালন যে নারী জানে না
তাহার সংসারে কেহ শান্তি পাইবে না
কোকিলেরও ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙ্গিবে নারীর
ঘরে ঝারু জলের ছিটা দিবে তাড়াতাড়ি
এ সময়ে যদি নারী থাকে নিদ্রান্তরে
সূর্য্য উঠার পরে যদি ঝারু দেয় ঘরে
লাথি মেরে সেই ঘরের লক্ষী ছেড়ে চলে যায়
এই কথা পুরাণ আর কোরাণেতে কয়
ঘরে ঝারু দিয়া ঝারু রাখবে অনেক দূরে
ভোর আর সন্ধ্যায় যেন পড়ে না নজরে
সকাল সন্ধ্যায় দেখলে ইহা আয়ু অর্দ্ধেক হয়
এই সকল কথা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়
ভাঙ্গা হাড়ী খালি কলসী আরও ছেড়া জুতা
চালের বাতায় গুজে রাখে আর ছেড়া ছাতা
লক্ষী বলে এই লোকের দেখি কপালপোড়া

তাড়াতাড়ি লক্ষীদেবী ছাড়ে সেই পাড়া
সেই ঘরে গৃহস্বামী দেনাদারী হবে
দিবানিশি খেটে কভু শান্তি নাহি পাইবে
যে রমণী ছেড়া চুল বেড়ায় গুজে রাখে
চিরদিন ব্যাধিগ্রস্ত তাহার স্বামী থাকে
আর যদি সন্ধ্যাকালে আচড়ায় মাথার চুল
তাহার ঘরে ঝগড়া বিবাদ না হইবে ভুল
সন্ধ্যাকালে যদি নারী ঢেকিতে ধান ভানে
যাট দিনের রোজগার কমে যাবে একদিনে
ছেলের বিছানায় কিম্বা কোলে করে খায়
দিনে দিনে সেই ছেলের আয়ু কমে যায়
জামা কাপড় রোদে শুকাইতে দিলে
সেই জামা কাপড় যদি সূর্য্য অস্তে তোলে
তৎক্ষণাৎ শনির দৃষ্টি তার প্রতি হয়
সারাটি জীবন তার দুঃখ কষ্ট হয়
আরো যদি কাপড়ের জল চিপে ফেলে পায়
জানিবেন তাহার বংশ নির্জ্জন হয়ে যায়
সন্ধ্যা পূর্ব্ব হইতে নারীর লক্ষী সেজে থাকা চাই
পুরুষেরই ভাগ্য গুণে জনের বৃদ্ধি পায়
নারী লোকের ভাগ্য গুণে ধনের বৃদ্ধি হয়
ঘরে যদি বসে নারী মুখে হাত দিয়ে
আরও যদি দাঁড়ায় নারী পিছে হাত বেঁটে
ভাগ্য তাহার দূরের কথা বিপদকে টেনে লবে
নারীর আচরণ রেখ স্মরণ পণ্ডিতমশাই বলি
দরজার সম্মুখে যদি নারী ফেলে মুখের কুলি
স্নানাদি করে নারী মুখে জল দিবে
ভাগ্যবতী সেই নারী লক্ষীর সমান হবে
চুল ছাড়িয়া পা মেলিয়া বসে নিরালায়
লক্ষী তাই দূরের কথা অলক্ষীতে পায়।

নূতন কাপড় পড়িয়া নারী তাকান মাজার দিকে
মলিন হয় কপালের শশী খায় সে স্বামীকে
অল্প বয়সে স্বামী মরে সেই নারী বিধবা হয়
সন্ধ্যায় ও ভোরে আর দুপুরের সময়
বৎসরেতে আরও দুই গ্রহনের সময়
কাটাকুটা করলে নারীর ফল নষ্ট হবে
ফলদারী থাকলে ফলের অঙ্গহানি হবে
ঠোট কাটা ন্যাংড়া নোলা ঐ কারণে দেখা পাবে
যে নারী চাউল ঝাড়ে দক্ষিনমুখী হইয়া
দক্ষিনমুখী হইয়া রান্না করে স্বামীর আগে খায়
একদিনে ৪০ দিনের রোজগার কমে যায়
দিনে দিনে তাহার সামী দেনাদারী হবে
সামী কিন্তু বাড়ী নাই খাওয়ার সময় যায়
সামীর খাবার রেখে দিয়ে পরে খেতে হয়
না হয় যদি সংসারেতে থাকে ছেলেমেয়ে
সামীর আগে খেতে পারে তাদের খাওয়াইয়ে
দশ পয়সা দাম কবিতার খরিদ করিবেন ভাই
খাচিতে করিয়া চাউল ধুইতে যায় পুকুরে
ঘরে নিয়ে যায় জল পিছে পিছে পড়ে
অলক্ষী চলিয়া যায় তাহার পুরীতে
আর যদি খায় কেহ থাকিতে হাড়ীতে
দিনরাত খাটিয়া তবু শূন্য হাতে থাকিতে হয়
খাইতে বসে যে নারী বাজে গল্প করে
জিহ্বা বাড়াইয়া যদি বড় গ্রাস করে
আঙ্গুল বাড়াইয়া যদি মুখে ভাত দেয়
শাস্ত্রে বলে অর্দ্ধেক আয়ু ঐ নারী কমায়
ফলদার থাকিলে তাহার ফল নষ্ট হইয়া যায়
খাওয়া দাওয়া ঘরের কার্য্য থাকে নারীর হাতে
চাঁদ কৃপা কমি বেশী হয় আচারেতে।

রাত্র কালে খাওয়ার পরে ঝুটা কাটা পানি
ঘরের বাহিরে ফেলে দেয় যে রমণী
শাস্ত্রমতে বলে সেদিন রুজির কৃপা কমে যায়
প্রভাতে উঠিয়া নারী ঘরে ঝারু দিয়া
ধর্ম্ম কার্য্য করিবে আগে পবিত্র হইয়া
থালা বাটি বাসী কার্য্য করিবে তারপরে
হাড়ি কড়াই মেজে ঘরে আসবে তারপরে
তারপরে করিলে রান্না সেই রান্নাতে কৃপা হয়
ঘরের বেড়ায় শাল কিংবা ঘরের চালে খুড়ে
খাবার খেয়ে ইহা দিয়ে যদি খিলাল করে
দেনাদারী হবে সেই কেতাবের কথা
আরো যদি খাবার খায় পায়ে থাকিতে জুতা
জানিয়া রাখিবেন তাহার ঘর ছাড়া আবর্জ্জনায়
ভাঙ্গা কলিকায় তামাক খাইলে অর্থদণ্ড হয়
ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখিলে আয়ু কমে যায়
ভাঙ্গা হাড়ি ভাঙ্গা গ্লাস আর ভাঙ্গা থালে
আয়ু কমে যাবে ইহাতে খাইলে
এই পালন স্ত্রী পুরুষের কম বেশী কারো নয়
সর্বদা যে নারী কাঁচা চাউল খায়
তাহার শিশুর জিহ্বায় লালা পড়িবে নিশ্চই
উনানে থাকিতে যদি উঠাইয়া আরো খায়
অলক্ষী হাসিয়া বলে এ লক্ষী মোর সমান হয়
নূতন ঝারু বাধে যে শনিবারের দিনে
শনির দশা ঘরে তার জানিবে নিশ্চই
মাথায় বালিস সে যে নারী পায়ে ঠেলিয়া লয়
শনির দশা সর্বনাশা খনার বচনে কয়
পরনে থাকতে যদি কাপড় সেলাই করে
আরো যদি সেলাই করা গামছা দেয় ঘাড়ে

মঙ্গলবারের দিনে কেহ বাধে ঘরের বেড়া
খনার বচনে বলে এই বেটা কপালপোড়া
স্বামীর কথা রেখে নারী নিজে বড় হতে চায়
বৃহস্পতিবারে যেই নারী চাল ভাজিয়া খায়
লক্ষী বলে হায়রে আমার অঙ্গ জ্বলে যায়
ঐদিনে ঘর বাঁধিলে সে ঘরে আর লক্ষী নাই
কথা কয় মাটি খোড়ে পায়ের আঙ্গুল দিয়া
শিশু ছেলে কিংবা কারো খেতে দেখিয়া
ভাল গাছে ভাল জিনিষ যে লোকে দেখে
নজর খারাপি লোক জেনে রাখবেন তাকে
নারী পুরুষ যে হইবে ইহাতে কোন ভিন্ন নাই
নূতন কাপড় পরে যে নারী রবিবারের দিনে
সংসারে কিছু না কিছু পোড়াবে আগুনে
রসুন পেয়াজের চোচা পোড়াতে দেন যিনি
ভাগ্না ভাগ্নী বোনের ছেলের কান পাকালো তিনি
মাসী আর মামীর পালন অধিক প্রমাণ পাবে
রমণী হবে ঘরের লক্ষী সামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী
সামীর চরণ সেবাতে সর্গ পাইচে রমণী
সামীর প্রাণে কোন কারণে দুঃখ যদি দেই
আর সামীর প্রাণের গোপনতত্ত্ব বাহিরে জানাই
নরকের কুটনী হবে কোন কালে শান্তি নাই
এই পর্য্যন্ত কবিতাটি ইতি দিয়া যাই
দ্বিতীয় খণ্ডেতে আবার জানাব ভাই
পাঠ করিবেন শুনাইবেন মা ভগ্নিগণে
পনর পয়সায় অধিক মূল্য রত্ন পাইবেন জ্ঞানে
প্রণাম দিলাম বিদায় হলাম ভুল ত্রুটি ক্ষমিবে
চিন্তা করে দেখ মানুষ কেন গরীব হবে।

নমস্কার বন্ধুগণ